দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

উচ্চশিক্ষা কমিশনের নিকট প্রত্যাশা

২৯ আগষ্ট, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

অবশেষে অনেক জটিলতা ডিঙাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে (ইউজিসি) উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তরের কাজ গুছাইয়া আনিয়াছে সরকার। পত্রিকান্তরের খবরে এমনটিই জানা যাইতেছে। সপ্তাহের শুরুতেই 'বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন আইন ২০১৮'-এর খসড়া অনুমোদন দিয়াছে সচিব কমিটি। যদিও ইতিপূর্বে মন্ত্রিসভা খসড়াটি ফেরত পাঠাইয়াছিল, এইবার বরং আইন প্রণয়নের জন্য সংসদে পাঠাইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। উল্লেখ্য, ১৯৭০-এর দশকে ইউজিসি গঠন করা হইয়াছিল ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম দেখভাল করিবার জন্য। বর্তমানে দেশে ৪১টি সরকারি ও ১০৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। এইগুলির কার্যক্রম দেখভাল করা ইউজিসির পক্ষে কার্যত অসম্ভব। জনবল স্বল্পতা, আর্থিক অসঙ্গতি এবং আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে ইউজিসি হাঁপানি রোগীর মতো ধুঁকিতেছে, বিপুল সংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাইতেছে। পরিণতিতে, উচ্চশিক্ষার মান নিয়াও বারবার প্রশ্ন উঠিতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ২০১৪ সনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নাম পরিবর্তন এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা বাড়াইয়া 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' গঠনের খসড়া প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে জমাদান করা হইয়াছিল। নানা স্তরে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পর্যালোচনার মাধ্যমে তাহাই এখন বাস্তবায়িত হইতে যাইতেছে।

ইউজিসির কোনোই নির্বাহী ক্ষমতা নাই। তবে প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী, উচ্চশিক্ষা কমিশনের সুপারিশ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রতিপালন না করিলে কমিশন প্রয়োজনে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো কোর্স বা প্রোগ্রামের অনুমোদন বাতিল বা স্থগিত করাসহ শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ রাখিবার নির্দেশদান করিতে পারিবে। এমনকি, যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে প্রস্তাবিত বা অনুমোদিত মঞ্জুরি স্থগিত করাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। এখন সাধারণত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়া থাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সরকার। কমিশন দরিদ্র, মেধাবী ও আর্থিক সাহায্যপ্রার্থীদের বৃত্তি বা শিক্ষা সহায়তা প্রদানের জন্য এক বা একাধিক ট্রাস্ট ফান্ড গঠনসহ, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষতা ও গতিশীলতার প্রয়োজনে সময়ে সময়ে পরামর্শক ও উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবে। প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী, কমিশনে একজন চেয়ারম্যান ও রাষ্ট্রপতি নিয়োগকৃত পাঁচজন পূর্ণকালীন সদস্য থাকিবেন। তাহারা চার বৎসরের জন্য নিয়োগ পাইবেন। ইহার বাহিরে, ১২ জন খণ্ডকালীন সদস্যও থাকিবে। কমিশন আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতির আধুনিকায়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে উদ্বুদ্ধ করিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করিবে।

উচ্চশিক্ষা নিয়া আমাদের অহংকার করিবার তেমন সুযোগ নাই, বরং দুশ্চিন্তার বিস্তর কারণ রহিয়াছে। গত বৎসর দেখা গিয়াছিল, বিশ্ব র্যাংকিং-এ ২০০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই নাই। কয়েক মাস আগে দেশের ৭০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত করিয়া প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হইয়াছিল, সেইগুলির ভিতরে ২৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সনদ বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য, অর্থ আত্মসাত্, মালিকানার দ্বন্দ্ব, কর ফাঁকি এবং জঙ্গিবাদ সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ মিলিয়াছে।

শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন এবং বিশ্বমানের দক্ষ ও উদ্ভাবন ক্ষমতাসম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টিসহ যেইসকল লক্ষ্যে স্বতন্ত্র কমিশন গঠন করা হইতেছে, তাহা সত্যিকারার্থেই বাস্তবায়িত হইবে বলিয়া আমরা প্রত্যাশা করি।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত